শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

সূচিপত্র

১ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায় 3

(১-৪) - ব্যাসদেব কর্তৃক নারদ মুনির জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 4

📖 ১.৬.১ – ব্যাসদেবের পুনরায় জিজ্ঞাসা 4

📖 ১.৬.২ – পূর্ব জীবনের বাল্যাবস্থা 4

📖 ১.৬.৩ – দীক্ষা পরবর্তী জীবন, দিব্য দেহ প্রাপ্তি 4

📖 ১.৬.৪ – পূর্বজন্ম স্মরণ 4

(৫-১০) - নারদ মুনি কর্তৃক তাঁর মাতার দেহত্যাগ সম্বন্ধে বর্ণন 4

📖 ১.৬.৫ – মহর্ষিদের প্রস্থান 4

📖 ১.৬.৬ – মাতৃস্নেহ 4

📖 ১.৬.৭ – অসতন্ত্র মাতার অসহায়ত্ব 5

📖 ১.৬.৮ – মাতৃস্নেহে নির্ভরশীল অনভিজ্ঞ বালক 5

📖 ১.৬.৯ – সর্প-দংশনে মাতার দেহত্যাগ 5

📖 ১.৬.১০ – নারদ মুনির উত্তর দিকে যাত্রা 5

📖 ১.৬.১১ – নারদ মুনির ভ্রমণ 5

📖 ১.৬.১২ – ভ্রমণ বৃত্তান্ত 5

📖 ১.৬.১৩ – ভ্রমণ বৃত্তান্ত 5

📖 ১.৬.১৪ – শ্রান্তি দূর 5

📖 ১.৬.১৫ – নারদ মুনির পরমাত্মা-ধ্যান শুরু 6

📖 ১.৬.১৬ – ভাবোদয় ও হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব 6

📖 ১.৬.১৭ – নারদ মুনির দিব্য আনন্দ 6

📖 ১.৬.১৮ – ভগবানের রূপ অদর্শনে বিচলিত নারদ মুনি 6

📖 ১.৬.১৯ – নারদ মুনির পুনঃ চেষ্টা এবং ব্যর্থতায় শোক 6

(২০-২৫) - ভগবান কর্তৃক নারদ মুনিকে উপদেশ ও সান্ত্বনা প্রদান 7

📖 ১.৬.২০ – ভক্তের চিত্তবেদনা দূরীকরণে ভগবানের বাণী 7

📖 ১.৬.২১ – অপূর্ণতা ও জড় কলুষ যুক্ত অবস্থায় দর্শন দুর্লভ 7

📖 ১.৬.২২ – ভগবৎ-প্রাপ্তির লোভ 7

📖 ১.৬.২৩ – সাধুসেবার ফল 7

📖 ১.৬.২৪ – ভগবানে নিবদ্ধ মতি অপ্রতিহতা 7

📖 ১.৬.২৫ – ভগবাৎ-বাণী সমাপ্তি ও কৃতজ্ঞ নারদ মুনির প্রণতি 7

(২৬-৩৩) - নারদ মুনির পূর্ণতা প্রাপ্তি 8

📖 ১.৬.২৬ – নারদ মুনির ভগবন্নাম-গুণ-কীর্তন ও পর্যটন শুরু 8

📖 ১.৬.২৭ – অনাসক্ত নারদ মুনির মৃত্যু 8

📖 ১.৬.২৮ – দিব্য দেহ লাভ ও পঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ 8

📖 ১.৬.২৯ – কল্পপান্তে ব্রহ্মাসহ নারদের নারায়ণে প্রবেশ 9

📖 ১.৬.৩০ – পরবর্তী সৃষ্টিকালে অন্যান্য ঋষিসহ নারদের আবির্ভাব 9

📖 ১.৬.৩১ – তদবধি ভগবৎ-সেবায় দৃঢ়ব্রত নারদের সর্বত্র ভ্রমণ 9

📖 ১.৬.৩২ – ভগবৎ-প্রদত্ত বীণা বাজিয়ে নারদের নিরন্তর ভগবৎ-মহিমা কীর্তন 9

📖 ১.৬.৩৩ – কীর্তন মাত্রই নারদের হৃদয়ে ভগবৎ-আবির্ভাব. 9

📖 ১.৬.৩৪ – ভবসিন্ধু অতিক্রমে অতি উপযুক্ত নৌকা - নিরন্তর ভগবৎ-লীলা কীর্তন 9

📖 ১.৬.৩৫ – ভক্তিই আত্মতৃপ্তির উপায় অন্য কোন পন্থা নয় 10

📖 ১.৬.৩৬ – নিষ্পাপ ব্যাসদেব 10

📖 ১.৬.৩৭ – বিদায় গ্রহণ করে নারদ মুনির প্রস্থান 10

📖 ১.৬.৩৮ – কীর্তনের দ্বারা স্বয়ং আনন্দ আস্বাদন এবং জগতকেও আনন্দ দান 10

১ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়

১.৬ নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন

- (১-৪) - ব্যাসদেব কর্তৃক নারদ মুনির জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
  - দীক্ষা পরবর্তী জীবন, এই দেহ প্রাপ্তি, পূর্বজীবন স্মরণ
- (৫-১০) - নারদ মুনি কর্তৃক তাঁর মাতার দেহত্যাগ সম্বন্ধে বর্ণন
  - (৫-৮) - আমি আমার মাতার স্নেহে আবদ্ধ ও নির্ভরশীল ছিলাম
  - (৯-১০) - এক রাতে তিনি সর্প দংশনে দেহত্যাগ করেন এবং আমি উত্তর দিকে যাত্রা করি
- (১১-১৯) - নারদ মুনির জীবন, ধ্যান, এবং ভগবদ্দর্শন
  - (১১-১৩) - ভ্রমণ
  - (১৪-১৯) - পরমাত্মা ধ্যান, ভগবদ্দর্শন এবং দর্শন ভঙ্গ
- (২০-২৫) - ভগবান কর্তৃক নারদ মুনিকে উপদেশ ও সান্ত্বনা প্রদান
  - (২০-২২) - এই জীবনে তুমি আর আমাকে দর্শন করতে পারবে না
  - (২৩-২৫) - এমনকি অল্প ভক্তিও কালের দ্বারা ক্ষয় হয় না
- (২৬-৩৩) - নারদ মুনির পূর্ণতা প্রাপ্তি
  - (২৬-২৮) - নারদ মুনি ভগবানের নাম কীর্তন আরম্ভ করেন এবং কালক্রমে দেহত্যাগ করেন ও দিব্যদেহ লাভ করেন
  - (২৯-৩২) - তিনি বীণা বাজিয়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন করে সর্বত্র ভ্রমণ করেন
  - (৩৩) - তাঁর কীর্তন মাত্রই ভগবান তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হন
- (৩৪-৩৮) - নারদ মুনির উপসংহার ও প্রস্থান
  - (৩৪) - ভবসিন্ধু অতিক্রমে অতি উপযুক্ত নৌকা - নিরন্তর ভগবল্লীলা কীর্তন
  - (৩৫-৩৬) - ভক্তি বীণা অন্য কোণ পন্থায় সন্তুষ্টি অসম্ভব

অধ্যায় কথাসারঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীহরিকথাকীর্তন-মাহাত্ম্যে শ্রীবেদব্যাসের প্রত্যয় উৎপাদন করাবার জন্য শ্রীনারদ কৃষ্ণসংকীর্তনজনিত স্বীয় পূর্বজন্মলব্ধ সৌভাগ্য বর্ণন করছেন। (গৌড়ীয় ভাষ্য)

এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে নারদ কর্তৃক বনে গমন করে শ্রীকৃষ্ণদর্শন, তাঁর (অশরীরী) বাণী শ্রবণ এবং তাঁর প্রদত্ত চিন্ময় তনুর প্রাপ্তি বলা হয়েছে। (সারার্থ দর্শিণী)

(১-৪) - ব্যাসদেব কর্তৃক নারদ মুনির জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

১.৬.১ – ব্যাসদেবের পুনরায় জিজ্ঞাসা

সূত গোস্বামী বললেনঃ হে ব্রহ্মজ্ঞগণ, এইভাবে দেবর্ষি নারদের জন্ম এবং কর্ম-বৃত্তান্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে সত্যবতী-তনয় ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীব্যাসদেবের পুনঃ প্রশ্ন"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- এই অধ্যায়ে শ্রীনারদ মুনি বর্ণনা করবেন, যখন তিনি ভগবানের বিরহে অত্যন্ত বেদনাদায়ক অবস্থায় অপ্রাকৃত চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন তিনি কিভাবে ক্ষণকালের জন্য তাঁর বাণী শুনতে পেয়েছিলেন।

(সূত্র - গুরূপদেশ লাভের পরবর্তী চরিত্রের কথা তিনটি শ্লোকে জিজ্ঞাসা করছেন।)

১.৬.২ – পূর্ব জীবনের বাল্যাবস্থা

শ্রীব্যাসদেব বললেনঃ হে দেবর্ষি, আপনার সেই গুহ্য ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশদাতা পরিব্রাজকেরা যখন দূরদেশে গমন করলেন, তখন পূর্ব জীবনের সেই বাল্যাবস্থায় আপনি কি করেছিলেন?

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- শিষ্য হিসেবে ব্যাসদেব তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।
- 'সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা'[1] – এভাবে গুরুদেবের কাছ থেকে তত্ত্ব অনুসন্ধানের বাসনা গতিশীল পারমার্থিক জীবনের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। এই পন্থাকে বলা হয় 'সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা'।
- **সারার্থ দর্শিনীঃ** দেবর্ষি নারদকে এই প্রশ্ন করার অভিপ্রায় – আপনার শিষ্য আমিও সেরূপ করার অভিলাষ করি।

১.৬.৩ – দীক্ষা পরবর্তী জীবন, দিব্য দেহ প্রাপ্তি

হে ব্রহ্মার পুত্র, আপনি দীক্ষা গ্রহণের পর কিভাবে আপনার জীবন অতিবাহিত করেছিলেন, এবং আপনার পূর্ব দেহ যথাসময়ে ত্যাগ করার পর কিভাবে আপনি এই দেহ প্রাপ্ত হন?

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ দাসী পুত্র হয়েও নারদ মুনির সচ্চিদানন্দময় চিন্ময় শরীর লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই ব্যাসদেব সকলের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সেই তত্ত্ব জানতে চেয়েছিলেন।

১.৬.৪ – পূর্বজন্ম স্মরণ

হে মহর্ষি, যথাসময়ে কাল সব কিছু বিনাশ করে, তাহলে কিভাবে এই বিষয়-বস্তু কালের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে আপনার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে?

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

দেহ	আত্মা
জড় দেহ বিনাশ হয়। জড় চেতনা নিকৃষ্ট, নশ্বর, বিকৃত।	আত্মা বিনাশ হয় না। আধ্যাত্মিক চেতনা বিনাশ হয় না।

(৫-১০) - নারদ মুনি কর্তৃক তাঁর মাতার দেহত্যাগ সম্বন্ধে বর্ণন

১.৬.৫ – মহর্ষিদের প্রস্থান

শ্রীনারদ মুনি বললেনঃ সেই মহর্ষিরা, যাঁরা আমাকে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করেছিলেন, তাঁরা দূর দেশে গমন করলেন এবং আমি এইভাবে আমার জীবন অতিবাহিত করেছিলাম।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **দীক্ষা → পরিবর্তনঃ** পূর্ব জন্মে সেই মহর্ষিদের কাছ থেকে দিব্যজ্ঞান লাভের পর মাত্র পাঁচ বছর বয়স হওয়া সত্ত্বেও নারদ মুনির জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। সদগুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার এটি একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ।
- **ভক্তসঙ্গের যথার্থতা যাচাইঃ** যথার্থ ভক্তসঙ্গের প্রভাবে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করার ফলে **জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসে**।[2]

(সূত্রঃ কিছুকাল সেখানে মাতৃস্নেহবদ্ধ হয়ে বাস করেছিলেন তা তিনটি শ্লোকের দ্বারা বলছেন।)

১.৬.৬ – মাতৃস্নেহ

আমার মাতা ছিলেন একজন অতি সাধারণ স্ত্রীলোক এবং তিনি ছিলেন দাসী; আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র পুত্র। আমি ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও আশ্রয় ছিল না, তাই তিনি আমাকে তাঁর স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীনারদের পূর্বজন্মের ইতিহাস"

অনুতথ্যঃ [1] 'সদ্ধর্ম-পৃচ্ছা' – ভক্তির ৬৪টি অঙ্গের মধ্যে এটি পঞ্চম। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (১.২.৭৫)

[2] এই পরিবর্তন অবশ্যই ভক্তি অনুকূল হবে, ভক্তি প্রতিকূল নয়, আর এভাবেই একজন সাধক ভক্ত যাচাই করতে পারেন তিনি যে ভক্তসঙ্গ করছেন তাতে তা যথার্থ কিনা।

🕮 ১.৬.৭ – অসতন্ত্র মাতার অসহায়ত্ব

তিনি যথাযথভাবে আমাকে প্রতিপালন করতে চাইতেন, কিন্তু যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র ছিলেন না, তাই তিনি আমার জন্য কিছুই করতে পারতেন না। এই জগৎ সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, তাই সকলেই তাঁর হাতের কাঠের পুতুলের মতো।

🕮 ১.৬.৮ – মাতৃস্নেহে নির্ভরশীল অনভিজ্ঞ বালক

আমার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর, তখন আমি ব্রাহ্মণদের বিদ্যালয়ে অবস্থান করছিলাম। আমি আমার মায়ের স্নেহের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এবং আমার কোনই অভিজ্ঞতা ছিল না।

- **সারার্থ দর্শিনীঃ** তাঁর অপেক্ষায় বলতে মাতা কর্তৃক যে অপেক্ষা অর্থাৎ মাতার স্নেহানুবন্ধের কখন বিরাম হবে এই প্রতীক্ষায়।

🕮 ১.৬.৯ – সর্প-দংশনে মাতার দেহত্যাগ

এক সময়ে আমার অভাগিনী মা যখন রাত্রিবেলা গো- দোহন করতে যাচ্ছিলেন, তখন মহাকালের প্রভাবে তাঁর পায়ের দ্বারা আহত একটি সর্প তাঁকে দংশন করে।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ** ভগবান এইভাবেই তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে কাছে টেনে নেন।

🕮 ১.৬.১০ – নারদ মুনির উত্তর দিকে যাত্রা

সেই ঘটনাটিকে আমি ভক্তবৎসল ভগবানের বিশেষ কৃপা বলে মনে করে উত্তর দিকে যাত্রা করি।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবানের কৃপা"**
- **ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গিঃ** [3] ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত সবকিছুকে, জড় জগতের প্রেক্ষিতে যা কিছু দুঃখদায়ক বা বিপজ্জনক, তাকে ভগবানের বিশেষ করুণা বলে গ্রহণ করেন।
- **এর ফলঃ** ভগবানের কৃপায় জড় রোগের তাপ প্রশমিত হয় এবং পারমার্থিক স্বাস্থ্য লাভ হয়।

❋ জড় রোগ
❋ পারমার্থিক স্বাস্থ্য

🕮 ১.৬.১১ – নারদ মুনির ভ্রমণ

গৃহত্যাগ করার পর আমি বহু সমৃদ্ধশালী জনপদ, নগর, গ্রাম, গোচারণ ভূমি, খনি, ক্ষেত, উপত্যকা, বাগান, উপবন এবং বন অতিক্রম করেছিলাম।

❋ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – তাঁর ভ্রমণ**

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "পারমার্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির অনুপ্রেরণা"**
- যদিও তখন তিনি একটি শিশু ছিলেন, কিন্তু পারমার্থিক জীবনের অনুপ্রেরণা পাওয়া মাত্রই তিনি আর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ইত্যাদি অনর্থক কার্যকলাপে আর এক মুহূর্তও নষ্ট না করে পরমার্থ সাধনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।
- নারদ মুনি যদিও নগরী, গ্রাম, খনি ও সমৃদ্ধ জনপদের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি অর্থনৈতিক উন্নতির কোন রকম প্রয়াস করেননি। তিনি কেবল পারমার্থিক উন্নতি সাধনের পথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছিলেন। [4]

🕮 ১.৬.১২ – ভ্রমণ বৃত্তান্ত

আমি স্বর্ণ রৌপ্য এবং তাম্র আদি ধাতুতে পূর্ণ পাহাড় এবং পর্বত অতিক্রম করেছিলাম, এবং সুন্দর পদ্মফুলে সুশোভিত, বিভ্রান্ত ভ্রমর এবং সঙ্গীতমুখর পাখিদের দ্বারা অলঙ্কৃত স্বর্গের দেবতাদের উপযুক্ত জলাশয় এবং স্থলভূমি অতিক্রম করেছিলাম।

🕮 ১.৬.১৩ – ভ্রমণ বৃত্তান্ত

তারপর আমি নল, বাঁশ, শর, কুশ, লতাগুল্ম ইত্যাদিতে পূর্ণ অত্যন্ত দুর্গম অরণ্যানী একাকী অতিক্রম করেছিলাম। আমি ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল বনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম, যা ছিল সর্প, পেচক এবং শৃগালদের বিচরণক্ষেত্র।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "পরিব্রাজক সন্ন্যাসী"**
- **পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের কর্তব্য -** বন, অরণ্য, পাহাড়, পর্বত, নগর, গ্রাম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একাকী ভ্রমণ করা। এই সমস্ত বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করা।
- **এর ফল -**
  - ❋ ভগবানের সৃষ্টির অভিজ্ঞতা অর্জন, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস এবং মনের বল অর্জন করা যায়।
  - ❋ সেই সমস্ত স্থানের অধিবাসীদের ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান দান করা যায়।
- **উদাহরণ -** শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ঝারিখণ্ড জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গমন বহু বন্য জন্তুকে ভগবৎ-প্রেম প্রদান।
- **কলিযুগে সন্ন্যাসী -** কোন পবিত্র স্থানে স্থিত হয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি এবং সময় বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের মতো মহান আচার্দের লেখা পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রবণ এবং অধ্যয়নে নিয়োজিত করতে পারেন। তাকে নারদ মুনি বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুকরন করার প্রয়োজন নেই।

🕮 ১.৬.১৪ – শ্রান্তি দূর

এইভাবে ভ্রমণ করে আমি দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবং আমি তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। তখন নদীতে এবং হ্রদে স্নান করে এবং সেখানকার জল পান করে ও স্পর্শ করে আমি আমার শ্রান্তি দূর করেছিলাম।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ভরণ পোষণ"**
- পরিব্রাজক সন্ন্যাসীকে দৈহিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয় না। প্রকৃতির দানের মাধ্যমেই তা মেটানো যায়। [5]

---

[3] ভাগবত – ১০.১৪.৮ ও ১০.৮৮.৮ দ্রষ্টব্য।

[4] এই জড় জগতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণার সমৃদ্ধি কিন্তু পারমার্থিক অনুপ্রেরণার দুর্ভিক্ষ। তাই যথেষ্টভাবে দৃঢ় পারমার্থিক অনুপ্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে কেউ জড় জগতে প্রতিনিয়ত আগত নিত্য-নতুন অর্থনৈতিক অনুপ্রেরণায় পতিত হতে পারে।

[5] ভাগবতঃ ২.২.৪-৫
সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্...
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং...

- তাই তিনি গৃহস্থের গৃহে ভিক্ষা করতে যান না বরং তাদের পারমার্থিক জ্ঞান দান করতে যান।[6]

১.৬.১৫ – নারদ মুনির পরমাত্মা-ধ্যান শুরু

তারপর, জনমানবশূন্য এক অরণ্যে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে উপবেশন করে আমি আমার বুদ্ধি দ্বারা মুক্ত পুরুষদের কাছ থেকে ঠিক যেভাবে শ্রবণ করেছিলাম, সেই বর্ণনা অনুসারে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে বিরাজমান পরমাত্মার ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ধ্যান"

- নিজের ইচ্ছামত ধ্যান করা যায় না।
- সদগুরুর মাধ্যমে শাস্ত্রের প্রামাণিক নির্দেশ অনুসারে যোগের পন্থা সম্বন্ধে যথাযথ অবগত হয়ে এবং
- বুদ্ধিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে পরমাত্মার ধ্যান করতে হয়।

১.৬.১৬ – ভাবোদয় ও হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব

আমি যখন আমার হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করতে শুরু করেছিলাম, তখন আমার চিত্তে এক অপ্রাকৃত ভাবের উদয় হয়েছিল, আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত হয়েছিল এবং অচিরেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, আমার হৃদয়কমলে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবানকে দর্শনের জন্য তাঁর ঐকান্তিক উৎকণ্ঠা"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভক্তির ক্রমবিকাশের স্তর"

শ্রদ্ধা → সাধুসঙ্গ → ভজনক্রিয়া → অনর্থ নিবৃত্তি → নিষ্ঠা → রুচি → আসক্তি → ভাব → প্রেম।

ভাব হচ্ছে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তির প্রাথমিক স্তর।

১.৬.১৭ – নারদ মুনির দিব্য আনন্দ

হে ব্যাসদেব, সেই সময় প্রবল আনন্দের অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়ার ফলে আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুলকিত হয়েছিল। আনন্দের সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আমি সেই মুহূর্তে ভগবানকে এবং নিজেকেও দর্শন করতে পারছিলাম না।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবৎ-দর্শন"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "চিন্ময় আনন্দ"

- চিন্ময় সুখানুভূতি ও দিব্য আনন্দের সাথে জড়জাগতিক কোন কিছুর তুলনা করা চলে না। তাই এই ধরনের অনুভূতি যথাযথভাবে বর্ণনা করা অত্যন্ত কঠিন।[7,8]

- দিব্য আনন্দে ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবা করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

১.৬.১৮ – ভগবানের রূপ অদর্শনে বিচলিত নারদ মুনি

ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ যথাযথভাবে মনের বাসনা পূর্ণ করে এবং সব রকমের মানসিক বৈষম্য দূর করে। তাঁর সেই রূপ দর্শন করতে না পেরে, অত্যন্ত প্রিয় বস্তু হারালে মানুষ যেভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, সেইভাবে বিচলিত হয়ে আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবানের রূপ"

- ভগবান যে নিরাকার নন নারদ মুনি তা উপলব্ধি করেছিলেন।

ভগবানের রূপের বৈশিষ্ট্যঃ

- আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্ত রূপ থেকে ভিন্ন।
- সেই রূপ একবার দর্শন করলে অন্য কোন কিছুর প্রতি আসক্তি থাকে না। জড় জগতের অন্য কোন রূপে তখন সন্তুষ্ট হওয়া যায় না।
- ভগবানকে অরূপ বা নিরাকার বলার অর্থ হচ্ছে তাঁর রূপ জড় নয়।
- আমরা সকলে চিন্ময় জীব, ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের সাথে সম্পর্কিত হয়ে জন্মজন্মান্তর ধরে আমরা সেই রূপের অনুসন্ধান করছি।
- তাই এই চির আকাঙ্খিত রূপ একবার দর্শন করে পুনরায় দর্শন করতে না পেরে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন।

১.৬.১৯ – নারদ মুনির পুনঃ চেষ্টা এবং ব্যর্থতায় শোক

আমি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত রূপ আবার দর্শন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে পুনরায় দর্শন করার আশায় একাগ্র চিত্তে হৃদয়াভ্যন্তরে দর্শন করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁকে আমি আর দেখতে পাইনি, এবং এইভাবে অতৃপ্ত হয়ে আমি অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েছিলাম।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবানের দর্শন – তারই অহৈতুকী কৃপা"

- দৃষ্টান্ত - আমরা সূর্যের উদয় দাবি করতে পারি না। সূর্য তাঁর ইচ্ছা অনুসারে উদিত হন।
- একই ভাবে আমরা ভগবানের দর্শনও দাবি করতে পারি না। ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে দর্শন দান করেন।[9]
- তাহলে আমাদের কি কর্তব্য ? – সেই শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করে তাঁর সেবা করে যাওয়া।
- তখন তিনি তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছার প্রভাবে দর্শন দান করতে পারেন।

---

[6] মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর।। চৈঃচঃ মধ্য ৮.৩৯
অনুতথ্যঃ
[7] ব্রহ্মানন্দ ও ভক্ত্যানন্দঃ
চৈঃচঃ আদি ৭.৯৭:
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম।।
[8] ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু (১.১.৩৮):
"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু তুলামপি।।"
"নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করার ফলে যে ব্রহ্মানন্দ বা চিন্ময় আনন্দ অনুভব করা যায়, তাকে যদি পরার্ধগুণ বর্ধিত করা যায়, তা হলেও তা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির এক আণবিক কণার সমতুল্য হতে পারে না।"
[9] কঠোপনিষদ ১.২.২৩ -- নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ...
ভাগবত ১০.১৪.২৯ -- অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়...

(২০-২৫) - ভগবান কর্তৃক নারদ মুনিকে উপদেশ ও সান্ত্বনা প্রদান

১.৬.২০ – ভক্তের চিত্তবেদনা দূরীকরণে ভগবানের বাণী

সেই নির্জন স্থানে আমার প্রচেষ্টা দর্শন করে সমস্ত জড় বর্ণনার অতীত যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি অত্যন্ত গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর স্বরে আমার অন্তরের বেদনা উপশম করার জন্য কথা বলেছিলেন।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবানের বাণী শ্রবণ"**
- বেদে বলা হয়েছে ভগবান প্রাকৃত বাণী ও বুদ্ধির অতীত। কিন্তু তবুও তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে কেউ যখন উপযুক্ত ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাঁর উপযুক্ত ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাঁর বাণী শুনতে পান অথবা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এটি ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি।
- ভগবান যাকে কৃপা করেন তিনি তাঁর বাণী শুনতে পান।

১.৬.২১ – অপূর্ণতা ও জড় কলুষ যুক্ত অবস্থায় দর্শন দুর্লভ

(ভগবান বললেন) হে নারদ, এই জীবনে তুমি আর আমাকে দর্শন করতে পারবে না। যাদের সেবা পূর্ণ হয়নি এবং যারা সব রকম জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারেনি, তারা আমাকে কদাচিৎ দর্শন করতে পারে।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "গুণাতীত ভগবদ্ভক্তি"**
- ভগবদ্ভক্তির শুরুঃ অন্তত কেউ যখন রজো ও তম গুণ থেকে মুক্ত হন। এর অর্থ হচ্ছে কাম ও লোভ থেকে মুক্ত হওয়া।
- ভগবানের সান্নিধ্যে আসার শর্তঃ সব রকম জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ-সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ এমনকি সত্ত্ব গুণের প্রভাব থেকেও মুক্ত হতে হবে। (নির্জন অরণ্যে ভগবৎ-ধ্যান হচ্ছে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া। কিন্তু সেটি ভগবৎ-দর্শনের নিশ্চয়তা দেয় না।)
- কনিষ্ঠ ভক্তের কর্তব্যঃ বনে না গিয়ে সর্বদা ভগবানের অর্চা বিগ্রহের সেবা করা।
- বনে গমন অপেক্ষা বিগ্রহ অর্চন অনেক উন্নত, এবং ভগবদ্ভক্তির শুরু এখান থেকে।
- নারদ মুনির ভগবৎ-সেবাঃ বর্তমান জীবনে নারদ মুনি বনে যাননি। তিনি তাঁর উপস্থিতির প্রভাবে যেকোন স্থানকে বৈকুণ্ঠে পরিণত করতে পারেন। তাঁর কৃপাধন্যঃ
  - দেবতা, কিন্নর, গন্ধর্ব, ঋষি, মুনি এবং অন্য সকল
  - প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, আদি বহু ভক্ত।
- **ভগবানের মহিমা প্রচার হচ্ছে সবরকম জড় গুণের অতীত চিন্ময় ক্রিয়া।**

[সূত্রঃ তাহলে কেন দর্শন দিলেন? কামায় – অনুরাগের নিমিত্ত]

১.৬.২২ – ভগবৎ-প্রাপ্তির লোভ

হে নিষ্পাপ, তুমি কেবল একবার মাত্র আমার রূপ দর্শন করেছ এবং তা কেবল আমার প্রতি তোমার আসক্তি বৃদ্ধি করার জন্য; কেননা তুমি যতই আমাকে লাভ করার জন্য লালায়িত হবে, ততই তুমি সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হবে।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবৎ-সেবা"**
- জীব কখনও বাসনারহিত হতে পারেনা। সে একটি প্রাণহীন পাথর নয়।
- জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি ৩টিঃ
  - ★ কর্ম করা,
  - ★ চিন্তা করা,
  - ★ অনুভব করা।
- জীবের জড় বন্ধন কখন হয়? যখন সে এই ৩টি বৃত্তি জড় বিষয়ে করে।
- জীবের বন্ধন মুক্তি কখন হয়? যখন সে এই ৩টি বৃত্তি ভগবানের বিষয়ে করে।
- ভগবৎ-সেবার অপ্রাকৃত গুণঃ যতই তাতে যুক্ত হওয়া যায় ততই ভগবানের প্রতি আসক্তি বাড়ে, কিন্তু কোন বিরক্তি উৎপন্ন হয় না।
- ভগবানকে দর্শন করার অর্থ হচ্ছে, তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া।
- ঐকান্তিক ভক্তের কর্তব্যঃ নিষ্ঠা সহকারে শুধু সেবা করে যাওয়া।
- ভগবানের কর্তব্যঃ আর কিভাবে সেই সেবা সম্পাদন করতে হবে বা কোথায় করতে হবে তার নির্দেশ ভগবানই প্রদান করেন।

১.৬.২৩ – সাধুসেবার ফল

অল্পকালের জন্যও যদি ভগবদ্ভক্ত সাধু-সেবা করা হয়, তাহলে আমার প্রতি সুদৃঢ় মতি উৎপন্ন হয়। তার ফলে সে দুঃখদায়ক এই জড় জগৎ ত্যাগ করার পর আমার অপ্রাকৃত ধামে আমার পার্ষদত্ব লাভ করে।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবানের নির্দেশ"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "কনিষ্ঠ ভক্তের কর্তব্য"**
- সদ্গুরুর শরণঃ সদগুরু হচ্ছেন কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্ত ও ভগবানের মধ্যবর্তী স্বচ্ছ মাধ্যম। তাই কনিষ্ঠ ভক্তের কর্তব্য সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার শিক্ষা লাভ করা।

[সূত্রঃ যদি পরে সেবা-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, তবে কি কর্তব্য? তদুত্তরে এই শ্লোক। মতির কথা আর কি বলব, তোমার এই জন্মের স্মৃতি পর্যন্ত অটুট থাকবে।]

১.৬.২৪ – ভগবানে নিবদ্ধ মতি অপ্রতিহতা

আমার সেবায় নিবদ্ধ বুদ্ধি কখনই প্রতিহত হতে পারে না। সৃষ্টির সময় এমন কি প্রলয়ের সময়েও আমার কৃপায় তোমার স্মৃতি অপ্রতিহত থাকবে।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবৎ-সেবার নিতত্ব"**
- পরমেশ্বর ভগবান নিত্য। তাই তাঁর সেবায় নিযুক্ত মতি বা বুদ্ধিও নিত্যত্ব প্রাপ্ত হয়।
- ভগবানের প্রতি সম্পাদিত সেবা কখনই নষ্ট হয় না পক্ষান্তরে পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্যন্ত তা ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়।

১.৬.২৫ – ভগবাৎ-বাণী সমাপ্তি ও কৃতজ্ঞ নারদ মুনির প্রণতি

তারপর সেই পরম ঈশ্বর, যিনি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত এবং চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য, কিন্তু পরম অদ্ভুত, তাঁর বাণী শেষ করলেন। গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করে আমি নত মস্তকে তাঁকে আমার প্রণতি নিবেদন করেছিলাম।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবান ও তাঁর বাণী অভিন্ন"**
- নিরন্তর অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ সমন্বিত ভগবানের নাম-কীর্তন করার ফলে তাঁকে দর্শন করা যায় এবং শ্রবণ করা যায়।

(২৬-৩৩) - নারদ মুনির পূর্ণতা প্রাপ্তি

১.৬.২৬ – নারদ মুনির ভগবন্নাম-গুণ-কীর্তন ও পর্যটন শুরু

এইভাবে সব রকম সামাজিক লৌকিকতা উপেক্ষা করে আমি ভগবানের দিব্য নাম এবং মহিমা নিরন্তর কীর্তন করতে শুরু করি। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এইভাবে কীর্তন এবং স্মরণ অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে করতে আমি সর্বতোভাবে তৃপ্ত হয়ে অত্যন্ত বিনীত এবং নির্মৎসর চিত্তে সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করতে থাকি।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ** **"ঐকান্তিক ভক্ত"**
- নারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তের জীবন সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।

ঐকান্তিক ভক্তঃ

- ভগবান অথবা তাঁর আদর্শ প্রতিনিধির কাছ থেকে দীক্ষালাভ করার পর অত্যন্ত ঐকান্তিকভাবে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করে ভগবানের মহিমা প্রচার করেন, যাতে অন্যেরাও ভগবানের মহিমা প্রচার করতে পারে।
- নিষ্কাম - কোন রকম জাগতিক লাভের বাসনা থাকে না।
- একমাত্র বাসনা - ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া।
- নির্মৎসর - কখনও কারো প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হন না।
- গর্বশূন্য - কোন রকম গর্ব অনুভব করেন না।
- একমাত্র কাজ - ভগবানের নাম, মহিমা এবং লীলা কীর্তন করা ও স্মরণ করা।
- উদ্দেশ্য - ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যের মঙ্গল সাধনের জন্য করেন।
- পরিণতি - জড় দেহ ত্যাগ করার পর ভগবানের কাছে ফিরে যান।
- **তথ্যঃ** চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২২.১৫৬,১৫৭,১৫৯ -

  বাহ্য, অন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
  'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্তন॥
  'মনে' নিজ-সিদ্ধ-দেহ করিয়া ভাবন।
  রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
  নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত' লাগিয়া।
  নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥
- **বিবৃতিঃ** ভগবানের নাম যেরূপ গ্রহণ করলে নামে প্রেমোদয় হয় তাঁর লক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায়কে বলছেন। চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ২০.২৫,২৬,২৮ –

  উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
  জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥
  এই-মত হঞা যেই কৃষ্ণ-নাম লয়।
  শ্রী-কৃষ্ণ-চরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥
  প্রেমের স্বভাব—যাহাঁ প্রেমের সম্বন্ধ।
  সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম-গন্ধ'॥
- ভাগবতঃ ২.৮.৪ – শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং...

১.৬.২৭ – অনাসক্ত নারদ মুনির মৃত্যু

হে ব্রাহ্মণ ব্যাসদেব, আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলাম, তখন আমার আর কোন আসক্তি ছিল না। সব রকমের জড় কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে আমার মৃত্যু হয়েছিল, ঠিক যেভাবে তড়িৎ এবং আলোক যুগপৎভাবে দেখা যায়।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ** **"শুদ্ধভক্তের চিন্ময় দেহ লাভ"**
- কৃষ্ণমতেঃ - শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সর্বতোভাবে মগ্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সব রকম জড় কলুষ অথবা জড় আকাঙ্খা থেকে মুক্ত হওয়া।
- পারমার্থিক চেতনায় উন্নত ভক্ত - তাঁর স্বভাবতই অনিত্য, অলীক এবং অর্থহীন জড় বিষয়ের প্রতি কোন আসক্তি থাকে না।
  - দৃষ্টান্ত - ঐশ্বর্যশালী ব্যাক্তির ছোটখাট জিনিসের প্রতি আকাঙ্খা থাকে না।
- তড়িৎসৌদামনী যথা – বিদ্যুতের সাথে অলোকের প্রকাশ হয়, একইভাবে ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে শুদ্ধভক্তের দেহত্যাগ ও চিন্ময় দেহলাভ একই সাথে হয়।
- মৃত্যুর পূর্বেও শুদ্ধ ভক্তের জাগতিক শরীর চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।
  - দৃষ্টান্ত - আগুনের সংস্পর্শে লোহাও আগুনের গুণ প্রাপ্ত হয়।
- **তথ্যঃ**
- এখানে তড়িৎ ও সৌদামিনী একই অর্থ বিশিষ্ট তাহলে উভয়ে কেন একত্রে ব্যবহার হল?
- 'গোবলীবর্দ্দ-ন্যায়' – 'বলীবর্দ্দ' শব্দে বৃষভকে বুঝাইলেও 'গো' শব্দ দ্বারা বৃষভকে আরও দৃঢ় ও স্পষ্টভাবে বুঝানো হল।

১.৬.২৮ – দিব্য দেহ লাভ ও পঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ

পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ করার উপযুক্ত একটি চিন্ময় শরীর লাভ করে আমি পঞ্চভৌতিক দেহটি ত্যাগ করি, এবং তার ফলে আমার সমস্ত কর্মফল নিবৃত্ত হয়।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"তাঁর দিব্য দেহ"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ** **"ভক্তি-ফল"**
- ভগবানের প্রতিশ্রুতি - ভগবানের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নারদ মুনি তাঁর জাগতিক দেহ ত্যাগ করা মাত্রই চিন্ময় দেহ লাভ করেছিলেন।
- চিন্ময় দেহের প্রকৃতি – ৩ টি চিন্ময় গুণঃ
  - নিত্যত্ব,
  - জড় গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত,
  - সকাম কর্মের ফল থেকে মুক্ত।
- ভক্তির প্রভাব – ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় প্রভাবে জীবও চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।
  - দৃষ্টান্ত – চিন্তামণির স্পর্শে লোহাও সোনা হয়ে যায়।
- আরব্ধ-কর্ম-নির্বাণো – ইন্দ্রগোপ থেকে শুরু করে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত সকলে কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ।[10] ভক্তরাই কেবল ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেই প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত।

---

[10] যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম ... ব্রহ্ম সংহিতা।

১.৬.২৯ – কল্পান্তে ব্রহ্মাসহ নারদের নারায়ণে প্রবেশ

কল্পান্তে যখন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কারণ বারিতে শয়ন করলেন, ব্রহ্মা তখন সৃষ্টির সমস্ত উপাদানগুলি নিয়ে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করলেন, এবং আমিও তখন তাঁর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবান এবং ভক্ত এক ও ভিন্ন"**
- অচিন্ত্য ভেদাভেদঃ ভগবান ও ভক্ত একই স্তরের অন্তর্গত। তাঁরা একই সাথে ভিন্ন ও অভিন্ন। তাই যেহেতু ভগবানের জন্ম-কর্ম দিব্য (ভ.গী), তাই ভক্তের আবির্ভাব ও তিরোভাবও দিব্য।
- তাই নারদ মুনির আবির্ভাবও একটি দিব্য লীলা।

১.৬.৩০ – পরবর্তী সৃষ্টিকালে অন্যান্য ঋষিসহ নারদের আবির্ভাব

৪৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসরের পর ব্রহ্মা যখন ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি আদি ঋষিদের তাঁর দিব্য দেহ থেকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে আমিও আবির্ভূত হয়েছিলাম।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "তাঁর পুনরাবির্ভাব"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "নারদ মুনির চিন্ময় শরীর"**
- ব্রহ্মার ১ দিন = ৪৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর।
- ব্রহ্মার ১ রাত = ৪৩০,০০,০০,০০০ সৌর বৎসর।
- নারদ মুনি তাঁর চিন্ময় শরীরে যেকোন জায়গায় বিচরণ করতে পারেন।
- বদ্ধ জীবের মত তাঁর দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
- নারদ মুনি একই চিন্ময় শরীর নিয়ে আবির্ভূত হন, ঠিক যেভাবে মানুষ একই শরীরে জেগে ওঠে।

১.৬.৩১ – তদবধি ভগবৎ-সেবায় দৃঢ়ব্রত নারদের সর্বত্র ভ্রমণ

তখন থেকে সর্বশক্তিমান বিষ্ণুর কৃপায় আমি অপ্রাকৃত জগতে এবং জড় জগতের ত্রিভুবনে অপ্রতিহতভাবে সর্বত্র ভ্রমণ করছি। কেননা আমি নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় দৃঢ়ব্রত হয়েছি।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "সমস্ত গ্রহলোকে তাঁর অবাধ গতি"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "চিজ্জগতে প্রবেশ"**
- ভগবান যেরকম তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র অবাধে ভ্রমণ করতে পারেন, তেমনি নারদ মুনিও জড় চিজ্জতের সমস্ত লোকে ভ্রমণ করতে পারেন।
  - কারণ তিনি প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত।
- মরীচি আদি ঋষিরা সকাম কর্মের আচার্য,
- সনক, সনাতন আদি ঋষিরা মনোধর্মী জ্ঞানের আচার্য,
- নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তির আচার্য।
  - তাই ভক্তিমার্গের অনুসারীরা "নারদ-ভক্তি-সূত্রের" নির্দেশ অনুসারে নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে নির্দ্বিধায় ভগবানের রাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ করেন।

[সূত্রঃ ঈশ্বর আজ্ঞায় লোক-মঙ্গলের জন্যই যে তিনি ভ্রমণ করেন তা চারটি শ্লোকে বলছেন।]

১.৬.৩২ – ভগবৎ-প্রদত্ত বীণা বাজিয়ে নারদের নিরন্তর ভগবৎ-মহিমা কীর্তন

এইভাবে আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত এই বীণা বাজিয়ে স্বরব্রহ্ম বিভূষিত ভগবানের মহিমা নিরন্তর কীর্তন করি।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "অপ্রাকৃত বীণা ও স্বর"**

নারদ মুনির বীণা -

- ভগবানই নারদ মুনিকে দিয়েছিলেন – লিঙ্গ পুরাণ।
- এটি ভগবান ও নারদ মুনি থেকে অভিন্ন। কেননা তাঁরা সকলেই অধোক্ষজ তত্ত্ব।
- এর স্বর অপ্রাকৃত এবং এর দ্বারা গীত ভগবৎ-মহিমাও অপ্রাকৃত।

সঙ্গীতের সাতটি সুর –

- সা (ষড়জ), রে (ঋষভ), গা (গান্ধার), মা (মধ্যম), পা (পঞ্চম), ধা (ধৈবত), নি (নিষাদ) জড়াতীত।
- শ্রীল নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই জড় জগতের মুক্ত পুরুষদেরও কর্তব্য হচ্ছে সা-রে-গা-মা আদি সপ্ত স্বর ব্যবহার করে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করা, যে নির্দেশ ভগবান নিজেও গীতায় দিয়ে গিয়েছেন।

১.৬.৩৩ – কীর্তন মাত্রই নারদের হৃদয়ে ভগবৎ-আবির্ভাব

যখনই আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত শ্রুতিমধুর মহিমা এবং কার্যকলাপ কীর্তন করতে শুরু করি, তৎক্ষণাৎ তিনি আমার হৃদয় আসনে আবির্ভূত হন, যেন আমার ডাক শুনে তিনি চলে আসেন।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "তাঁর নিত্য সহচর ভগবান"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবানের মহিমা ভগবান থেকে অভিন্ন"**
- অন্যের মুখ থেকে নিজের মহিমা শোনার প্রবণতা সকলের মধ্যেই দেখা যায়। ভগবানও একজন ব্যক্তি হওয়ার ফলে তাঁর মধ্যেও এটি দেখা যায়। জীবের সমস্ত চারিত্রিক গুণাবলী ভগবানের গুণাবলীরই প্রতিবিম্ব। তবে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত কার্যকলাপে পরম পুরুষ।

১.৬.৩৪ – ভবসিন্ধু অতিক্রমে অতি উপযুক্ত নৌকা নিরন্তর - ভগবৎ-লীলা কীর্তন

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখেছি যে যারা সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগ- বাসনায় আতুর, তারা এক অতি উপযুক্ত নৌকায় করে ভবসিন্ধু পার হতে পারে- তা হচ্ছে নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা কীর্তন করা।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "কার্য নয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তন"**
- জীব ক্ষণকালের জন্যও নিরব থাকতে পারে না। জীবের চিন্তা, অনুভব, ইচ্ছা বা কার্য করার প্রবণতা কখনই বন্ধ করা যায় না। তাই কেবল তাদের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করে অর্থাৎ কার্যের পরিবর্তন না করে কেবল উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করেই তারা তাদের ইপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে।
- উদাহরণ –
  - রাজনীতির কথা আলোচনা না করে ভগবান প্রবর্তিত রাজনীতির কথা আলোচনা।

- চিত্রতারকার কথা আলোচনা না করে ভগবানের সাথে গোপী বা লক্ষীদেবীর আলোচনা।
- ভগবানের আবির্ভাব ও অলৌকিক লীলাবিলাসের উদ্দেশ্য – বদ্ধ জীবদের আকৃষ্ট করে ধীরে ধীরে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করা এবং এভাবে তাঁদের মঙ্গল সাধন করা।

১.৬.৩৫ – ভক্তিই আত্মতৃপ্তির উপায় অন্য কোন পন্থা নয়

যোগ- প্রণালীর দ্বারা ইন্দ্রিয়- সংযমের অনুশীলনের মাধ্যমে কাম এবং লোভের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে, কিন্তু আত্মার আভ্যন্তরীণ পরিতৃপ্তির জন্য তা যথেষ্ট নয়; এই পরিতৃপ্তি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই লাভ করা যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভক্তিযোগ এবং যোগ-সিদ্ধির তুলনামূলক গুরুত্ব"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ইন্দ্রিয় দমন"

- ইন্দ্রিয় → বিষধর সর্প; যোগ প্রণালী → তাঁদের বশ করার কৃত্রিম পন্থা।
- কিন্তু নারদ মুনি এই কৃত্রিম পন্থা থেকে উৎকৃষ্ট আরেকটি স্বাভাবিক পন্থা প্রদর্শন করেছেন → ভগবদ্ভক্তি।
- কৃত্রিম পন্থা - মোটেই দমন হয় না। যখনই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগ আসে, সর্পসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলি তৎক্ষনাৎ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।
  - উদাহরণ - বিশ্বামিত্র মুনির মেনকার রূপে আকৃষ্ট হওয়া।
- স্বাভাবিক পন্থা - ইন্দ্রিয়গুলি অপ্রাকৃতবাবে ভগবান মুকুন্দের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রচেষ্টায় যুক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না।
  - উদাহরণ - হরিদাস ঠাকুর মায়াদেবীর দ্বারা বিচলিত হননি।
- অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিই আত্মজ্ঞান লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা।
- **সারার্থ দর্শিণী ও বিবৃতিঃ**[11]

১.৬.৩৬ – নিষ্পাপ ব্যাসদেব

হে ব্যাসদেব, তুমি নিষ্পাপ। তাই তোমার প্রশ্ন অনুসারে আমি আমার জন্ম এবং কার্যকলাপের কথা তোমাকে বললাম। তা তোমার সন্তুষ্টি বিধানেরও সহায়ক হবে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "নারদ মুনির উপদেশের সারাংশ"

- ব্যাসদেবের প্রশ্নের উত্তরে নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তির পন্থার শুরু থেকে চিন্ময় স্তর পর্যন্ত বিশ্লেষন করেছেন।
- সাধুসঙ্গ → ভক্তি বীজ হৃদয়ে আরোপিত হয়।
- সাধুসঙ্গে শ্রবণ → বীজ আরও বর্ধিত হয়, জড় বিষয়ে অনাসক্তি আসে। (তিনি তাঁর মায়ের মৃত্যু সংবাদকে ভগবানের আশির্বাদ রূপে গ্রহণ করেছিলেন)।
- শুদ্ধভক্তি → কর্মফল মুক্তি, চিন্ময় দেহ লাভ।
- বেদে ও উপনিষদে শুদ্ধ ভক্তি সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের সুপক্ক ফল।

১.৬.৩৭ – বিদায় গ্রহণ করে নারদ মুনির প্রস্থান

সূত গোস্বামী বললেনঃ এইভাবে বাসবী-সূত ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়ে শ্রীল নারদ মুনি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন, এবং তাঁর বীণা বাজাতে বাজাতে তিনি তাঁর ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভগবদ্ভক্তিই পূর্ণ স্বাধীনতা"

- প্রতিটি জীব পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে আকাঙ্খী, কেননা এটি তাঁদের স্বরূপগত প্রকৃতি। কিন্তু এটি কেবল চিন্ময় ভগবৎ-সেবার দ্বারাই লাভ করা যায়।
- জীব প্রকৃতির নিয়মে আবদ্ধ। জীব এই পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না, অন্য গ্রহে যাওয়া তো দূরের কথা।
- নারদ মুনি প্রায় ভগবানের মতই স্বাধীন।
- তেমনই ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় পদ্ধতিও স্বাধীন।
  - সব রকম আচার অনুষ্ঠানগুলি করা সত্ত্বেও কোন বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ নাও ঘটতে পারে।
- তেমনই, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গও মুক্ত।
  - সৌভাগ্যক্রমে কেউ তা লাভ করতে পারে, আবার হাজার হাজার বছরের প্রচেষ্টার পরেও কেউ তা লাভ নাও করতে পারে।
- ভগবদ্ভক্তির সর্বক্ষেত্রেই মূল মন্ত্র হচ্ছে স্বাধীনতা।
- সদগুরুর মাধ্যমে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বতোভাবে স্বাধীনতা লাভ করা।

১.৬.৩৮ – কীর্তনের দ্বারা স্বয়ং আনন্দ আস্বাদন এবং জগতকেও আনন্দ দান

শ্রীল নারদ মুনির সাফল্য জয়যুক্ত হোক, কেননা তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন, এবং তা করে তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং দুঃখ-দুর্দশাক্লিষ্ট জগতকে আনন্দ দান করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "নারদ মুনির উদ্দেশ্য"

- এই জগতে সুখ বলে যা অনুভব হয় তা হচ্ছে মায়ার মোহ। কেউই সুখী নয়। মায়াশক্তি এত প্রবল যে বিষ্ঠাভোজী শূকর পর্যন্ত মনে করে যে সে সুখে আছে।
- দুর্দশাক্লিষ্ট জীবদের আনন্দ ও জ্ঞানালোক প্রদান করা এবং ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নেওয়াই নারদ মুনির উদ্দেশ্য।
- তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেটি সম্পাদন করাই হচ্ছে প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের উদ্দেশ্য।
- **শ্রীধর স্বামীঃ** এই শ্লোকে হরিকীর্তনকারীর ভাগ্যের প্রশংসা করছেন।
- **বিবৃতিঃ** শ্রীল ভক্তিবিনোদ কৃত গীতাবলী -

নারদ মুনি, বাজায় বীণা,
রাধিকা রমণ নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীত সামে॥

....

[11] শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই শ্লোকের বিশেষ ও বিস্তৃত ভাষ্য প্রদান করেছেন উৎসাহী ভক্তগণ ইচ্ছাবিশেষে তা বিচার করতে পারেন।